দৈনিক সংবাদ

৩৭

তারিখ ...07 SEP 1989.
পৃষ্ঠা... ৪ ...কলাম...৬...

৪৫

পরীক্ষা-বঞ্চিত হোমিও ছাত্র-ছাত্রীদের দাবী

বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ডের আওতাধীন ১৬টি প্রস্তাবিত হোমিওপ্যাথিক কলেজের সকল বর্ষের ডি, এইচ,এম, এস, পরীক্ষা গত বছর থেকে গ্রহণ না করার কারণে প্রায় চার হাজার হোমিও ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে জানা গেছে, আগামী অক্টোবর মাসে বোর্ডের আওতাধীন ১৮টি অনুমোদিত কলেজের সকল বর্ষের ডি, এইচ, এম, এস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রস্তাবিত হোমিওপ্যাথি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ গতবার পরীক্ষা না গ্রহণের কারণে এক বছর পিছিয়ে পড়েছিলেন। এবারও যদি তাঁদের পরীক্ষা গ্রহণ করা না হয়, তবে তাঁরা আরও একটি বছর মোট দুই বছর পিছিয়ে পড়বেন।

১৯৮৬ সাল থেকেই বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ডের অধীনে দেশের ১৮টি অনুমোদিত কলেজের সাথে ১৬টি প্রস্তাবিত হোমিও কলেজের সকল বর্ষের ডি এইচ এম এস পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। ১৯৮৮ সালে অনুমোদিত কলেজসমূহের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু প্রস্তাবিত কলেজ সমূহের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়নি। প্রস্তাবিত কলেজ, সমূহের স্বীকৃতি প্রদান ও পরীক্ষা গ্রহণের দাবীতে দু'বার অনশন ধর্মঘট করা হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হলেও বাস্তবক্ষেত্রে সে আশ্বাসের কোন ফলোদয় হয়নি। ১৯৮৯ সালেও তাদের পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে কিনা ; তাতে সন্দেহ যথেষ্টই থেকে গেছে।

বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত সকল হোমিওপ্যাথিক কলেজকে স্বীকৃতি প্রদান করতঃ বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড ভুক্তভোগী ভাগ্যহীন পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক তাঁদের অন্ধকারময় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অবসান ঘটাবেন বলে আশা করছি।

ডাঃ সুদাম চন্দ্র দেব,
ডি, এইচ, এম, এস
নিরাময় হোমিও-হল,
ছাতক বাজার, সুনামগঞ্জ।